Beng. 551 / 3 K

OPPRESSIONS OF THE INDIGO PLANTERS.

বাপ্‌রে বাপ্‌ নিলকরের কি অত্যাচার॥

গীত

সারি সুর॥

নিলকরের কি অত্যাচার। এই নীলে নিলে সকল নিলে এদের নিলে বোঝা ভার॥ ও নিলের দাদন, বিষম বাঁদন, নাহিক নিস্তার, বেচ্‌লে ভিটে নাগায় মিটে, কিবে মিঠে সদ্ব্যাভার॥ ও জোর কোরে বিচ ছড়ায় আগে, ছাড়ায় কর্ম্ম আর, হোলোনা ধান, গেলয়ে মান, প্রান বাঁচান হোলো ভার॥ ও সুদে সুদে কেবা সোদে তিন পুরুসের ধার, বেচ্‌লে পাটা, নাগায় লেঠা, কতোবেটা গঙ্গা পার॥

হুড়ুর হো, হুড়ুর হো, হুড়ুর হো হো হো॥

রাগিনী মুলতান তাল আড়াখ্যামটা॥

নীল করেরা কত্তে-দেয়না বাস। যেমন নল নিল গয় গবাক্ষে রাবন রাজার সর্ব্বনাস॥ ভিক্ষে কোরে ক্‌রে এসে বাস, প্রজার হাড়ে গজায় দুর্ব্ব ঘাস, এরা দোহাই দস্তুর নাহি সোনে দেখ ভদ্রাসনে লাগায় চাস॥ দেনা দেনা খেঁচকা বার মাস, যে অবধি হাড়ে থাকে মাস, এদের দাদন নিলে, সাঙ্গ লিলে, দেখ শেষ কালে দ্যেয় বন বাস॥

রাগিনী মুলতান তাল আড়াখ্যামটা॥

নীল করেরা হলো দেসের কাল। এই ছুচ হয়ে ঢুকেছে এরা শেষ কালেতে হলো ফাল॥ দেখ যত নীল করের কুটী, সেখান থেকে উঠে ভিরকুটী, এরা পেলে বোষ্‌তে, নাগে চোষ্‌তে, খোষ্‌তে নাগলো প্রজার পাল॥ নালিস করিলে শালিস নাজেহাল, মপ সলে এরাই যেন সাল, এই বঙ্গ ভূমি সাঙ্গ করেলে, যত গুলো পঙ্গ পাল॥

রাগিনী বাহার তাল আড়াখ্যামটা॥

দেখ নীল করের যে দায়॥ যে আদায়, বিসম দায়, হয় দেসের সুমঙ্গল করিলে বিদায়॥ ছলেতে সর্ব্বস্ব লোটে, একথা না কোথাও ওটে, আইন কেবল সুপ্রিম কোটে, দেখ রাজা বর্ত্তমানে, প্রজারে মজায়॥ জমিদারের জমিদারি, তাদের চেয়ে আদায় ভারি, কিসে হবে মালগুজারি, এই নীলে নিলে সম্বরনে দুখ যায়॥

রাগিনী বেহাগ তাল পোস্তা॥

প্রজাদের মন দুখ সুখ বিচার কর মাই লড। ইণ্ডিগো প্লান্‌টার দেসে দ্বেষে দেশে করেছে ব্যাড॥ কবে পাশ হবে ড্রাপ্‌ট, আইন হবে বেলাক আক্‌ট, কোট জান্‌বেন সব ফ্যাকট, সবজেক্‌ট করেছে ম্যাড॥ নাহি কোঁশলি উকিল, ছলেবলে করে জেকীল, কোথায় আর কোরিব আপিল দোহাই আলমাইটী গড॥

BRITISH MUSEUM

বাপরেবাপ!

বঙ্গীয় নীলকরদিগের কি অত্যাচার!

কলিকাতা নিবাসী শ্যামচাঁদ ঘোষ নামক জনৈক কৃত বিদ্যা যুবা পুরুষ পাবনা জিলার অন্তঃপাতি গোলকপুর নামক গ্রামে কোন কর্ম্মসূত্রে গমন করিয়াছিলেন। যদিচ প্রাগুক্ত গ্রামটী সম্যক্ জনাকীর্ণ বটে কিন্তু প্রকৃত বিদ্বান ব্যক্তিগণের অনবস্থান প্রযুক্ত তাহা তাঁহার পক্ষে জনশূন্য অরণ্যবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। একেত প্রিয়তমা ভার্য্যা, প্রাণাধিক পুত্র কন্যা, ভক্তি ভাজন জনক জননী প্রভৃতির অভিনব বিরহানলে চিত্তক্ষেত্র বিদগ্ধ হইতে ছিল, তাহাতে আবার এতাদৃশ নির্ব্বান্ধব স্থানে উপনীত হওয়াতে বিরহানল দ্বিগুণীভূত হইতে লাগিল। এক দিবস অপরাহ্নে যৎপরোনাস্তি চিত্ত ব্যাকুল হওয়াতে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ পূর্ব্বক বিশ্বকার্য্য পর্য্যালোচনা করত সর্ব্বত্রে সর্ব্ব বস্তুতে প্রিয়তম পরমেশ্বরের সত্ত্বা উপলব্ধি করিয়া চিত্ত চাঞ্চল্য দূরীভূত করাই বিধেয় এই মনস্থ করিলেন। তিনি তাদৃশ প্রদেশে কখনই গমনাগমন করেন নাই সুতরাং পল্লি মধ্যহইতে কি রূপে রাজবর্ত্মে গমন করিতে হয়, কোন্ পথে যাইলেই বা নদ নদী প্রভৃতি বহুবিধ নৈসর্গিক কীর্ত্তিকলাপ সন্দর্শন করিতে পারাযায় কিছুই অবগত নহেন। সুতরাং তত্রস্থ ব্যক্তি বিশেষের সহায়াবলম্বন করা অতীব প্রয়োজনীয় বোধ করিলেন। এমত সময়ে অবিনাশচন্দ্র দাস নামধেয় একটী পূর্ব্ব-পরিচিত ব্যক্তিকে দেখিতে পাইয়া (সানন্দে আহ্বান করত বলিলেন) অবিনাশ বাবু, চল আমরা তোমাদের দেশ দেখ্‌তে যাই বশে২ জ্বালাতন হয়েছি। মন্‌টাও খারাপ হয়েছে কিছুই ভাল লাগ্‌ছে না, চল ভাই চল আর কোন ওজোর শুন্‌বো না।

অবিনাশ। মহাশয় আমিও রাস্তার দিগে যাচ্ছিলুম, আশুন এক সঙ্গেই যাই।

শ্যামচাঁদ বাবু। তবে চলুন্। (এইরূপে পরস্পর নানা কথোপকথন করিতে২ কিয়দ্দূর গমনান্তর ইতস্ততঃ অপূর্ব্ব অনতিউচ্চ নীলগাছ সমূহ দর্শন করত পুলকিত হইয়া অবিনাশ বাবুর প্রতি) অবিনাশ বাবু চতুর্দ্দিকে যে উজ্জ্বল হরিদ্বর্ণ ক্ষুদ্র২ বৃক্ষ গুলিন দেখিতেছি ইহার নাম কি? আহা! আমি এতদ্রূপ মনোহর শ্যামল বর্ণ কুত্রাপি সন্দর্শন করি নাই। এই গাছ দেখিয়াই যখন আমার এত আনন্দ হইতেছে, নাজানি ইহার ফলই কিরূপ সুমধুর হইবে! জগদীশ্বরের অসাধ্য কিছুই নাই, তিনি স্থান ভেদে কত প্রকার আশ্চর্য্য২ বস্তুরই সৃষ্টি করিয়াছেন।

অবিনাশ বাবু। (হাস্য করিয়া) মশাই বলেন কি, ইহার নাম জানেন না! বস্তুতঃ। কেমন করেই বা জান্বেন, সহরের লোক সদত রাঙ্গা রাস্তায় বেড়ান, রাঙ্গা ধুলা খান, চারিদিকে কেবল গাড়ি ঘোড়া বাড়ি দেখেন বইতো না। পাড়াগাঁর কোন খবর রাখেন না। কোনজিনিশের নাম পর্য্যন্ত জ্ঞাত নন্। মহাশয় একে নীল গাছ বলে। এর কোন রূপ ফল হয় না পাতায় নীল প্রস্তুত হয়। (সহাস্য বদনে) ডাঁটায় এক প্রকার ম্যাওয়া প্রস্তুত হইয়া থাকে।

শ্যামচাঁদ বাবু। (সবিস্ময়ে) বলেন কি মহাশয়! একেই নীল গাছ বলে! ইহার পাতাহইতে অত্যুত্তম বহু মূল্য নীল প্রস্তুত হয়! এ আমরা এত দিন জান্তুম্ না কি আশ্চর্য্য! থ্যাঙ্ক ইউ। মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া ইহার ডাটায় কি ম্যাওয়া প্রস্তুত হয় বল্বেন্ কি?

অবিনাশ। (প্রিয় সম্ভাষণে কুণ্ঠিত অথচ কৌতুকাবিশিষ্ট হইয়া) মহাশয় অতো শীলতার প্রয়োজন কি, আজ্ঞা করুণ, বলিতেছি। আপনি কি জানেন না সে ম্যাওয়া যে দিন২ ব্যাভার করে থাকেন।(হাস্যআস্যে) তাকে কাল বাতাসা বলে।

শ্যামচাঁদ বাবু। কৈ না, কাল বাতাসা কি রোজ খেয়ে থাকি?

অবিনাশ। (স্বগত ইহাঁরা বিদ্বান্ লোক বিশেষ সহরে বাস, বাল্য কাল পর্য্যন্ত কেবল কালেজ আর ঘর করিয়াছেন। কেতাব ছাড়া এক দণ্ড থাকেন না কেমন করেই বা জান্বেন। সম্প্রতি পাড়াগাঁয় এসেছেন, এখন সকলি শিক্তে হবে) বাবু

কিছু মনে করিবেন না, ওটা ঠাট্টা করিলাম কাল বাতাসা খাবার জিনিশ নয়। তাতে তামাক খাওয়া হয়।

শ্যামচাঁদ বাবু। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) সে যাহাহউক মহাশয় আমিই ঠকেচি কি করি পাড়াগাঁর সকল বিষয়েই অজ্ঞ। মহাশয় এখন একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আমি সংবাদ পত্রাদিতে স্পষ্ট দেখিয়াছি এবং নানা পুস্তকেও পড়িয়াছি যে বঙ্গ দেশের নীলই এক প্রকার সর্ব্ব প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য। আপনাদের দেশে নীল চাষ অধিক দেখ্‌তেছি অনুমান হয় যে অন্যান্য স্থানের সামান্য কৃষি জীবি প্রজা হইতে এদেশের প্রজা অপেক্ষাকৃত সুখী, আপনি কি বলেন ?

অবিনাশ বাবু। বস্তুতঃ বিচার করিয়া দেখিলে তাহাই বোধ হয় বটে। কিন্তু মহাশয় এদেশের সরল স্বভাব চাষাদিগের ন্যায় দীনহীন প্রজা আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

শ্যামচাঁদ বাবু। (চমৎকৃত হইয়া) সেকি? এই সমুদয় ক্ষেত্রই যাহাদিগের পরিশ্রমের পরিচয় প্রদান করিতেছে। এতাদৃশ পরিশ্রমী প্রজাগণের এরূপ দুর্দ্দশা ঘটিবার কারণ কি ? অনুমান হয় জমিদার মহাশয়দিগেরই অসম্ভাবিত অত্যাচার তার আর কোন সন্দেহ নাই।

অবিনাশ বাবু। মহাশয় এদেশের জমিদার শিব তুল্য মনুষ্য, প্রজার প্রতি কোন অত্যাচার নাই। তিনি কলিকাতা, বাসী সরল লোক কাহার ভালতেও নাই কাহার মন্দতেও নাই। প্রজারা রীতিমত খাজনা দিলেই সন্তুষ্ট। ছেলের বে, মার শ্রাদ্ধ, বাপের সপিণ্ডীকরণ কোন বিষয়ে কোন দৌরাত্ম্য নাই।

শ্যামচাঁদ বাবু। তবে প্রজারা বড় দুঃখি বল্‌ছেন যে তার কারণ কি জমিদার বুঝি জমির খাজনা অধিক করিয়া লন ?

অবিনাশ। না মহাশয় অধিকই বা কি করে বল্‌বো। এমন উর্ব্বরা জমির বিঘা প্রতি ৩ টাকা না হয় চারি টাকা খাজনা দিতে হয়।

শ্যামচাঁদ বাবু। যদি জমিদারের অত্যাচারদ্বারা প্রজাগণের দরিদ্রতা বৃদ্ধি না হইয়া থাকে তবে ইহাদিগের এরূপ দুরাবস্থার কারণকি।

অবিনাশ। (চতুর্দ্দিকে চেয়ে কিঞ্চিৎ মৃদুঃস্বরে) মহাশয় কেবল নির্দ্দয় অর্থ পিশাচ নীলকরদিগের দৌরাত্ম্যই প্রজাগণের এরূপ দুরাবস্থার এক মাত্র কারণ।

শ্যামচাঁদ বাবু। নীলকর সাহেবদিগের কি অত্যাচার এবং সভয়ে ইতস্ততঃ চাহিয়া চুপিচুপি এ কথাটা বলবার কারণ কি?

অবিনাশ। মহাশয়! নীলকর সাহেবেরা সংপ্রতি কলিকাতা-হইতে এখানে আসিয়া নীল ব্যবসাকরণ হেতু কুটী করিয়াছেন কাহারতো আর পৈত্রিক জমি জমা নাই। সুতরাং কতক গুলিন লেটেল রাখিয়া জ্ঞানান্ধ শান্ত স্বভাব প্রজাগণের প্রতি ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক যথোচিত অত্যাচার করিয়া বলপূর্ব্বক তাহা-দিগের জমাই জমির উপর নীল বুনিয়া যায়, তার পর তাহা প্রস্তুত হইলে স্ববলে কাটিয়া লয় যার জমি তাহার মতামতের প্রতি কিছু মাত্র লক্ষ করে না। তার পর কেঁদে কেটে পড়লে দশ টাকার স্থানে এক টাকা কখন বা তাড়য়ে দেয় কখন বা কয়েদ করে রাখে। মহাশয় এদিক্ ও দিক্ চেয়ে বলবার কারণ এই যদি আমাদের এই কথা সাহেব কোন রূপে টের্‌পায় তাহলে এখনি ধরেনিয়ে যায়, পর নাই অপমান ও অত্যাচার করবে তারির জন্যে আস্তে২ বলা। মহাশয় আমা-দের দুরাবস্থার কথা আর কি বল্‌বো মানুষের শরীর বলিয়াই সহ্য হয় কাটের হলে এতদিন ফেটে যেতো।

শ্যামচাঁদ বাবু। এখানকার প্রজারা কি সাহেবের কাছে নীলের দাদন নেয়?

অবিনাশ। মহাশয় ইচ্ছাপূর্ব্বক দাদন নিলে কি আর রক্ষা থাক্‌তো। নীলকর সাহেবেরা জোর করে চাষাদের আপনার কুটীতে ধরেনিয়ে দাদনের টাকা গছয়ে দেয় নিতে অস্বীকার হলে যৎপরোনাস্তি শাস্তি দেয় কুটুরি মুদে রাখে, সমস্ত দিনের মধ্যে প্রায় খেতে দেয় না। দাদন না নিলে জোর করে জমিতে নীল বুনে যাবে। এই জন্যে সাত পাচ ভেবে প্রাণের ভয়ে চাষারা টাকা ন্যায়।

শ্যামচাঁদ বাবু। বেস্‌তো বৎসর২ যে পরিমাণে টাকা দাদন দেয় সেই পরিমাণে কেন তারা নীল চাষ করে না।

অবিনাশ বাবু। সেই নির্দ্দয় সাহেবেরা কি বছর২ দাদন দেয়। আপনি সহরের লোক কিছুই জানেন না; বংশের এক জন লোক একবার ১০ কি ১২ টাকা দাদন নিলে তার পুরুষা-নুক্রমে সে টাকা আর সোধ হয় না অথচ বর্ষে২ নীল চাষ করে সকল নীল সাহেবকে দিতে হয়। নীল চাষের সময়

জমিতে আর কোন চাষ কর্‌তে পারে না। চাষ কর্‌লে সব টেনে ফেলে দিয়ে নীল বুনে যায়।

শ্যামচাঁদ। অবিনাশ বাবু বলেন কি! এত অত্যাচার এত দৌরাত্ম্য কি মানুষের প্রতি মানুষে কর্‌তে পারে? (সবিস্ময়ে) হা জগদীশ! মনুষ্যগণ অর্থ লোভে অন্ধ হইয়া হিতাহিতের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করে না তুমি যে সর্ব্ব দর্শী সর্ব্বেশ্বর সকল স্থানে বিদ্যমান থাকিয়া অতি সুক্ষ্মতম বস্তু পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ সন্দর্শন করিতেছ লোকে ভ্রমেও তাহা চিন্তা করে না। কেবল অনিত্য ধনাশয়ে ভ্রাতৃ সম জন গণ প্রতি শত্রুবৎ ব্যবহার করত জ্ঞান ধর্ম্মকে এক কালে জলাঞ্জলি দিতেছে প্রভো! প্রসন্ন হইয়া ইহাদিগের ধন তৃষ্ণা খর্ব্ব করত আমাদিগের স্বদেশস্থ বন্ধুগণকে রক্ষা কর নতুবা আর উপায়ন্তর নাই।

অবিনাশ। বাবু সব শুন্‌লেনতো এখন চলুন চাষা পাড়ায় বেড়াতে গিয়ে চক্ষ কর্ণের বিবাদ ভেঙ্গে আসি।

শ্যামচাঁদ। বেস চলুন মহাশয় এখন বেলাও আছে।

(এই রূপে দুজনে পাড়ার ভিতর কথাবার্ত্তা কইতে২ প্রবেশ করিবা মাত্র কিয়দ্দুর অন্তরে অকস্মাৎ অত্যুচ্চ ক্রন্দন ধ্বনি আরম্ভ হইল শ্রবণ করত উভয়ে বিস্মিত হইয়া)

শ্যামচাঁদ বাবু। অবিনাশ বাবু ওকি? ওকি? হটাৎ পল্লি মধ্যে এরূপ কান্নার গোল কেন। চল ভাই একটু শীঘ্র করে পাড়ার ভেতর গিয়ে এর কারণ অনুসন্ধান করি!

অবিনাশ। মহাশয় একটু স্থির হয়ে শুনুন্ দেখি কান্নার গোল্‌টা কিরূপ। আমাদের দেশে দুই প্রকার রোদন ধ্বনি হইয়া থাকে একতো গৃহস্থের কোন পরিবারাদি শমন সদনে গমন করিলে কাঁদিয়া থাকে দ্বিতীয়ত প্রত্যক্ষ করাল কাল সম নীলকরদিগের দ্বারা ধৃত হওত যমালয় সদৃশ নীলকরদিগের কুটীতে লইয়া গেলেও অবিকল মৃত্যু কান্নাই হইয়া থাকে। অতএব অত্যল্প কাল এই স্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়া তাহার সংবাদটা জান্‌লে হয় না।

শ্যামচাঁদ বাবু। প্রিয়তম এস্থানে বৃথা অপেক্ষা করা বিহিত নহে চল পল্লি মধ্যে যাইয়া সত্বরে ইহার তত্ত্ব অনুসন্ধান করি। যে কারণে হউক না কেন তথায় গমন করত প্রবোধ বাক্যে সেই শোকার্ত্ত পরিবারগণকে সান্ত্বনা করিতে কি হানি আছে। নতুবা নিদারুণ ক্রন্দন ধ্বনিতো আর সহ্য করা যায় না।

অবিনাশ। যে আজ্ঞা মহাশয় তবে চলুন। এই বলিয়া দ্রুত গমন দ্বারা অত্যল্প কাল মধ্যেই সেই অভাগা দীন দরিদ্র কৃষকের পর্ণকুটীর সন্নিধানে উপনীত হওত দেখিলেন। একটী রমণী আলুলায়িত কেশে পাগলিনী প্রায় ভূমিতলে শয়ন করত উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে চারিটী অবগণ্ড শিশু জননীর দুই পার্শ্বে ধরাশায়ী হইয়া করুণ স্বরে বাবা আমাদের ফেলে কোথা গেলিগো আর আমাদের কে খাওয়াবেগো তোকে ছেড়ে কেমন করে ঘরে থাকবো গো। এইরূপে কাকুতি মিনতি করিয়া ক্রন্দন করত অনিবারিত নয়ন নীরে ধরাশয্যা আদ্রীভূত করিতেছে তদ্দর্শনে শ্যামচাঁদ বাবু। (বাষ্পাকুল লোচনে নিকটে যাইয়া দুইটী সর্ব্ব কনিষ্ঠ শিশুর হস্ত ধারণপূর্ব্বক) কেন বাপু এত উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেছো ওটো ওটো এই পয়সা লও চুপ কর চুপ কর। (স্ত্রী লোকের প্রতি, বাছা ওট গো পুত্র গুলিকে সুস্থির কর আহা! এদের কান্না দেখিয়া আমাদের প্রাণ এক বারে বিদীর্ণ হইতেছে। এইরূপে সান্ত্বনা করিতে২ কতক গুলিন কৃষক চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী ক্ষেত্রাদিহইতে সত্বরে তথায় উপস্থিত হইতে-ছিল তাহারা তাঁহার পরিচ্ছন্ন বেশভূষা নিরীক্ষণ করিয়া অর্থ পিশাচ দুরাত্মাদিগের কর্ম্মচারী বিবেচনা করিয়া পথান্তরে মহাবেগে পালায়ন করিতে লাগিল তদ্দর্শনে অবিনাশ বাবুর প্র-তি) বয়স্য। কৃষকগণ পূর্ব্বে এদিকে আসিতেছিল পরে আমাদিগকে দেখিয়া অন্য পথে কেন দ্রুত পলায়ন করিতেছে অনুমান করি আমাদিগকে নীলকরদিগের আমলা বোধ করিয়া থাকিবে সন্দেহ নাই। অতএব আপনি এদেশীয় লোক তাহা-দিগকে অভয় প্রদান করত আহ্বান করুন দেখি, এবিষয়ের অনুসন্ধানকরি।

অবিনাশ। (তাহাদিকে ডাকিবা মাত্রেই কয়েক জন তথায় উপস্থিত হইল। তাহাদের মধ্যে গোলক জানা নামক এক ব্যক্তিকে চিনিতে পারিয়া তাহার নাম উল্লেক করত) হা হে গোলক তোমার সঙ্গে আর কে।

গোলক। মোশাই কেলো ঘোষ হরে মাইতি, রামা ঘোড়া, হেরো কুতি এরাই কজন আছে।

অবিনাশ। ক্যামন হে আজকের কারণ টা কি।

গোলক। (নিকটে যাইয়া চুপি২) মশাই ওখানে জামা জোড়া গায় দাঁড়্য়ে কে ?

অবিনাশ। যার ভয় কচ্ছো সে নয়, উনি আমার বন্ধু কলিকাতায় বাড়ি এক জন বড় মানুষের ছেলে এখানে কর্ম্ম কর্তে এসেছেন। উনিই তোমাদিগের দুর্দ্দশা দেখে অত্যন্ত কাতর হয়ে আমাকে আজ্কের এই বিষয় টা জিজ্ঞাসা কর্তে বল্লেন্। তাই তোমাদের ডাকলুম।

গোলক। চলুন মশাই বাবুর কাছে যাই। (নিকটে গিয়া অবনত শীরে) বাবু নমস্কার করিগো।

শ্যামচাঁদ বাবু। (প্রতি নমস্কার করিয়া) এসো২ হ্যাঁগো আজ্কে নীলকর সাহেব এই বালকদিগের বাপকে কেন ধরে নেগেল তোমরা তার কারণ কি বল্তে পার ?

গোলক। (অশ্রু পূর্ণ লোচনে) বাবুজি যাকে ধরে নে গ্যাছে সে আমার ভাগ্না তার সবই জানি, আমার ভাগনার দাদা (পিতার পিতা) এই কুটীর এক সাহেবের কাছে ১০ দশ টাকা দাদন নিছ্লো তারা সব যখন বেঁচেছিল বছর২ নীল চাষ করে সাহেবের কুটিতে নীল পৌছে দিতো তারা (ক্রমে) মরে গেলে আমার ভাগ্না আজ এক কুড়ি বছর সাহেবকে নীলচাষ করে দিচ্ছে। এবছোর জিনীশ পত্তর বড় মাঙ্গা হওয়াতে সাহেবের দেওয়ানকে দুট্যাকা ঘুশদিয়ে এবার নীল না বুনে অন্য চাষ করে ছেলো। সাহেব টেরপেয়ে সে সব উটয়ে নীল বুনে মোর ভাগনাকে মাত্তে২ বেধে নেগ্যাছে। বাবুজি নীলকর সাহেবের রাজ্যে ঘর করে ধনে প্রাণে মলুম। বারমাস মোরা অদ্দুরকে অদ্দুর বলিনে, বিষ্টিকে বিষ্টি বলিনে দিন রাত্তির খাটি তবু না পাই খেতে না পাই পর্ত্তে নাপাই চারি দণ্ড স্থির হয়ে শুতে। ঘুমুলেও সাহেব স্বপ্নে দেখি ভয়ে প্রাণ উড়েযায়।

শ্যামচাঁদ বাবু। (স্বগত আহা ইহারা এরূপ জ্ঞানান্ধ যে কার রাজ্যে বাস করিতেছে কিছুই জানে না) গোলক তোমার মুখে এ সকলি তো শুন্লাম। এখন কার রাজ্যে বাস করছো বল্লে নীলকর সাহেবদের ? তারা রাজা কে বল্লে সামান্য চাষা বৈত না। আমাদের সর্ব্বাচ্ছাদক রাজ পুরুষগণ যে স্থানে বাস করেন নীলকরদিগের মধ্যে অনেকেরই সেই রাজ্যে ঘর বটে ; রাজত্বের সঙ্গে তাদের কোন সম্বন্ধ নাই তোমরা যেমন কোম্পানির প্রজা

তারাও তেমনি প্রজা মাত্র, তোমরা কি নীলকর সাহেবদিগকে আমাদিগের রাজপুরুষগণের ন্যায় শ্বেত বর্ণ দেখিয়া রাজা বল্‌তেছো।

গোলক। মশাই ওরা রাজা না হলে কি গাড়ি ঘোড়ায় চড়্‌তে পারে না চক্‌চকে দোতালা তেতালা ঘরে থাক্‌তে পারে না দারগা মেজেষ্টোর সকলে তাদের ভয় করে।

শ্যামচাঁদ বাবু। বাপু ব্যবসা বাণিজ্য কর্‌লে তোমরা যে এমন দুঃখি তোমরা ও হাতী ঘোড়ায় উট্‌তে পার। তোমরা যদি একবার কলিকাতায় যাওতো দেখ্‌তে পাও যে কত কত বাবু ব্যবসা বাণিজ্য করে নীলকর সাহেবরা চক্ষে দেখেনি এমত গাড়ি ঘোড়ায় চড়্‌ছে, কুটেল্‌ সাহেবদের বাড়ির আট্‌ গুণো দশগুণো বাড়িতে বাস কর্‌ছ্যে, কত হাজার২ সাহেব তাদের বাড়িতে আসছে। তোমরা যে নীলকর সাহেবদের দেশের রাজা বলছো তারা তাঁদের সঙ্গে দেখা কত্তেও পায় না।

গোলক। আচ্ছা মশাই যদি ওরা রাজাই না হবে, তবে আমাদের মারতে ধর্ত্তে কয়েদ কর্‌তে ঘর বাড়ি বেচে নিতে কেন পারে। যদি ওরাও প্রজা আমরাও প্রজা হতুম তা হলে এত দৌরাত্ম্য কখন কর্‌তে পারতো না।

শ্যামচাঁদ বাবু। ওগো তোমরা জান না দৌরাত্ম্য কর্‌লে মাত্তে ধর্‌তে পারিলেই কি রাজা হয়। তাহলে তো বোমবেটে ডাকাতেরাও রাজা হতে পারে। কারণ তারাও লোককে মারে টাকা কড়ি কেড়ে ন্যায় খুন করে ফেলে।

গোলক। মশাই তারা যে লুকুয়ে মারে। আবার দারোগা মেজেষ্টোর দেখ্‌তে পেলে তাদের ধরে নিয়ে কয়েদ করে জরিমানা করে সাজাদেয়। নীলকর সাহেবদের তো দারগা মেজেষ্টোর ধরে নেজেতে পারে না সাজা দিতে পারে না। মশাই আরবছোর আমরা সকলে একত্র হয়ে পরামোশো কছিলুম যে সাহেব টাকা দেয় না কিছু না এবার আমরা নীল বুনবো না। মশাই সাহেব তাই টের পেয়ে মোদের জমিতে জোর করে নীল বুন্‌বে বলে দুশো লেটেল এনেছে আমরা তা শুনে ও জমিতে চাষ দিতে ছিলাম এমন সময় একবার চেয়ে দেখি সাহেব বোড়া চড়ে নেটেল সঙ্গে নিয়ে আস্‌ছে, আমাদের সুদ্ধ হাত ভয় পেয়ে সকলেই পালাতে আরম্ভ কর্‌লুম। সাহেব তা দেখে আমাদের মারতে হুকুম দিলে। কি করি কোন উপায়

না দেখে ঐ নদীতে ঝাঁপ দিয়ে ওপারে না জেতেং মোশাই লেটেল সকল এসে একবারে নাটি মেরে আমাদের হাত পা ভেঙ্গে দিতে নাগ্‌লো, এবং দুজনকে একবারে খুন করে ফেল্লে। আর গরু নাঙ্গল সকলি কেড়ে নেগেল।

শ্যামচাঁদ বাবু। কেন তোমরা নালিষ কর্‌তে পার নাই?

গোলক। হ্যাঁ মশাই আমাদের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ জন দরখাস্ত করেছেলো এবং সেই লাশ পর্য্যন্ত কাছারিতে দাখিল করা হয়েছেল।

শ্যামচাঁদ বাবু। তার হলো কি?

গোলোক। মশাই কিছুই হলো না, নীলকর সাহেব একবার কতকগুলো আপনার লোক নিয়ে কাছারি যাবা মাত্র মেজেষ্টর কেদারা দিলে। লোক গুলো বল্যে প্রজারাই সাহেবের উপর অত্যাচার করেছে, ওরা সাহেবকে মজাবার জন্যে আপনাদের দুটো লোককে নেটেয়ে মেরে খোদাবন্দের কাছারিতে এনেছে, এই কথা শুনে সাহেব আমাদের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ জন লোক কে কয়েদ কর্‌লে, জরিমানা কর্‌লে সাহেবের কিছুই হলো না। আমরা অনেক কান্দে কাট্‌তে মেজেষ্টার বল্লে সাহেবের বিচার এখানে হবে না, কলকেতায় কি "সুপরোন কোর্টে" না কোথায় নালিষ কর্‌তে বল্লে, বাবুজি অবিনাশ বাবুকে জিজ্ঞাসা করাতে উনিও বল্লেন সেখানে নালিষ কর্‌লে কুটেল সাহেবের সাজা হতে পারে। কিন্তু অনেক খরচ, সেখানে নাকি এক দিন একটা উকিল দিতে গেলে ৩০।৪০ টাকা, কুনসুলি না কি বলে তা দিতে গেলে ৬০।৭০ টাকা লাগে। তিনি বলেন এই মকর্দ্দমায় প্রায় পাঁচ হাজার টাকা খরচ হবে, কি করি বাবু ৫ টাকা কখন এক জ্যায়গায় দেখিনে সুতরাং মনের আগুণ মনেই মারলুম।

শ্যামচাদ বাবু। গোলোক সত্য বটে বিলাতী সাহেবদের মারপিট বিষয়ের নাহক অপরাপর বিষয়ের বিচার মফসলের মাজি-ষ্ট্রেট ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতিদ্বারা হবার আইন নাই। তারির জন্যে এখানকার কাছারীতে ওদের সাজা হয় নাই।

গোলোক। মশাই তাতেই তো বোধ হয় ওরা আমাদের মত প্রেজা নয়। সকল প্রেজাই রাজার সমান স্নেহের পাত্তোর। ওরা যদি আমাদের মোতোন প্রেজা হতো, তবে যেমন, কি গরিব কি বড়মানুষ সকল বাঙ্গালি কুকর্ম্ম কর্‌লেই এক রকম সাজা

পায় ওদেরও তেমনি হতো। বাপ যেমন সকল ছেলেকে সোমান ভালবাসে, সকলকে সোমান সুখী কর্‌তে চেষ্টাপায় রাজার তো তেমনি সকল প্রেজাকে এক রকম ভালবাসা উচিত ?

শ্যামচাঁদ বাবু। গোলোক, আমাদের রাজপুরুষেরাও সকল প্রজাকেই সমান স্নেহ করেন,তবে অনেক দিন পর্য্যন্ত ইংরাজদিগের মধ্যে ঐ আইন প্রচলিত হয়ে আস্‌ছে এজন্যে শীঘ্র ওটাতে পারেন্ নাই। যদি আমাদের ভাল না বাসতেন "তবে ব্ল্যাক-এ্যাক্ট" জারী করবার জন্যে কি এত কারখানা হতো। বিশেষতঃ এতদিন পর্য্যন্ত বেলাতের ওচা নীলকর সাহেব গুলো যে প্রজাদের প্রতি এত দৌরাত্ম্য কর্‌তো তারা তা স্পষ্ট জানতেন না। তাঁরা সকল স্থানে যেমন জজমাজেষ্টর দারগা নিযুক্ত করেছেন তোমাদের এখানেও তেমনি করেছেন। তবে নীলকর গুলো তাদের সঙ্গে ভাব করে এখানে যে যা ইচ্ছা তাই কর্‌ছে, এবং বোনগাঁয়ে যে শ্যাল রাজা হয়ে একে মার্‌চে ওকে ধর্‌চে তাকে কাট্‌চে তাকি গবর্ণর প্রভৃতি সাহেবরা এত দিন জান্‌তেন্। তাঁরা জানলে কোন্‌কালে এ আইন উটে যেতো। আজ কাল চার্‌দিকে খবরের কাগজ হওয়াতে সকল কথাই তাঁদের কানে উঠ্‌ছে। তাঁরা এখন তোমাদের সকল যাতনাই জান্‌তে পেরেছেন। এই এক সর্ব্বনেশে যুদ্ধ ঘটেছে বলেই কিছু হচ্চে না। নাহলে তোমাদের দুঃখ কোন কালে দূর হয়ে যেতো। এখন জগদীশ্বর প্রসাদাৎ সমরানল নির্ব্বাণ হলেই ব্ল্যাকএ্যাকট জারী হয়। বিশেষতঃ যিনি এখন আমাদের দেশের গবর্ণর, তাঁকে সাক্ষাৎ শিব বল্লে হয়। তিনি প্রজাগণকে আপনার ছেলে অপেক্ষা অধিক ভাল বাসেন। তাঁর এতে খুব স্বত্ব আছে।

গোলোক প্রভৃতি কৃষকগণ (যুদ্ধানল নির্ব্বাণ হইলেই তাদের দুঃখযাবে এবং গবর্ণর সাহেব প্রজাপ্রতি অনুকূল) শুনিয়া, হে পরমেশ্বর ! তুমি আমাদের গবর্ণর সাহেবকে বাচ্‌য়ে রাখ। যিনি আমাদের মত অনাথ প্রজাগণের দুঃখ দুর কর্‌তে প্রাণপর্য্যন্ত পোন করেছেন তুমি তাঁকে ধোনে পুতে বাড়াও। আহা ! এমন দিন আবার হবে যে আমরা আপনার আপনার জমিতে যা ইচ্ছা তাই বুনবো, কেউ কিছু কর্‌তে পার্‌বে না, মার্‌তে পার্‌বে না ; (তদনন্তর শ্যামচাঁদ বাবুর সম্মুখে গলবস্ত্রে নমস্কার করিয়া) বাবু আপনি যেমন আমাদের আজ্‌কে সুখি কর্‌লেন পরমেশ্বর

আপনাকে এমনি সুখী রোজ করুন, আমারা ছোট লোক আর কি বল্‌বো আপনার সোনার দোৎ কলম হোক্‌। রাজা হন!

শ্যামচাঁদ বাবু। গোলোক তোমরা আর একটা খবর শুনেছ? নীলকর গুলো তোমাদের এতো করে ও সন্তুষ্ট নয়। সে দিন শুন্‌লাম তারা নাকি দাদন দেবার এবং দাদনের টাকা আদায় করবার জন্যে যাতে এক আইন প্রস্তুত হয় এ কারণ কোম্পানিতে এক দরখাস্ত করেছে কিন্তু বাবু তার সত্য মিথ্যে বল্‌তে পারিনে, আমার শোনা কথা। শুন্‌লাম এখন নাকি অনেক স্থানে জজ মাজিষ্টর দারগা বড় কড়া হয়েছে সুতরাং কোন প্রজাকে মিছামিছি মার্‌তে ধর্‌তে পারে না জোর করে ফসল নষ্ট করতে ও সাহসী হয় না, একটা আইন হলে যা খুসি তাই করে, এক জনের দেনায় পাড়ার ঘর বাড়ি ব্যাচে তারির চেষ্টা পাচ্চে।

গোলোক। মশাই তা হলে তো প্রাণে বাচা ভার হবে। এখন যা বেআইনে বছর২ কতশত প্রেজা ঘর্‌ দোর্‌ ফেলে ছুটে পালাচ্চে। এর আবার আইন হলে যে কি হবে তা বলা যায় না।

শ্যামচাঁদ বাবু। গোলোক তার জন্যে তোমাদের বড় ভাব্‌তে হবে না, আমাদের রাজপুরুষগণ তো পক্ষপাতি অজ্ঞান অথবা নির্দ্দয় নন, যে অল্প সংখ্যক লোকের সুখের নিমিত্তে সহস্র২ কোটি২ নির্দ্দোষি শান্ত স্বভাব প্রজাগণকে এক কালে দুঃখ-সাগরে নিক্ষেপ কর্‌বেন। বিশেষতঃ আমাদিগকে এই ভয়ঙ্কর রাজ বিদ্রোহে অসংলিপ্ত দেখিয়া আমাদিগের প্রতি তাঁহাদিগের আন্তরিক স্নেহ হইয়াছে, যাতে আমাদের ভাল হয় তাই তাঁরা চেষ্টা কর্‌ছেন। তাঁরাতো আর নীলকর সাহেব নন যে লোকের সর্ব্বনাশ করে আপনারা বড় মানুষ হবেন। আর শুনেছ? রাজ-পুরুষগণ কে আমাদের প্রতি সম্যক স্নেহবান দেখে যাতে আমরা তাঁদের অপ্রিয় হই নীলকর সাহেবেরা তাই কর্‌ছে।

গোলক। তারা কি করেছে মশাই!

শ্যামচাদ বাবু। তোমরা কি তার কিছু শোননি? তারা কত খবরের কাগজে এমন লিখ্‌চে যে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে এখন যে যুদ্ধ হচ্চে বাঙ্গালিরাই এযুদ্ধ উপস্থিত কর্‌বার প্রধান কারণ। তারা লেখা পড়া শিখে যাতে কোম্পানির অমঙ্গল হয় এমন চেষ্টা কর্‌ছে, এই রকম কত কথা বল্‌ছে, কখন বলে কি বাঙ্গালি-দের উচ্চপদ দেওয়া উচিত নয়, তাদের লেখা পড়া শেখান

অকর্ত্তব্য, সকল বাঙ্গালিকে একেবারে কেটে ফেল্লেই যুদ্ধ চুকেযায়। এইরূপ পাগলের মত কত অসঙ্গত উপায় অবলম্বন কর্‌তে আমাদের রাজপুরুষগণকে অনুরোধ করেছিল। তাঁরা তাতে কর্ণপাতও করেন নাই বলে ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে কোম্পানির হস্তে রাজ্য অধিকার রাখা কর্ত্তব্য নয়, তাঁরা প্রজা শাসনে নিতান্ত অপটু, তাঁহাদিগের শাসন অপটুতাতে এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে এই বলে আবার বিলাতে এক দরখাস্ত করেছেলো বিলাতের সাহেবরাও তাহাদিগের কথা গ্রাহ করেন নাই। বরং তাদের ধূর্ত্তপনার বিশেষ পরিচয় পেয়েছেন।

গোলোক॥ মশাই পরমেশ্বর আছেন আজো রাত দিন, জোর ভাটা হচ্চে দুষ্ট লোকের দুষ্টমি আর কতকাল লুকয়ে থাকবে। ‘‘বেশ হয়েছে যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল মোশা মার্‌তে গালে ছড়্‌। যেমন বাঙ্গালি দুষ্ট, বাঙ্গালি অভদ্দোর বল্‌তে গেছলেন তেমনি তাঁদের কাছে তারাই অভদ্র হয়েছেন। হবে না কেন চাঁদের গায়ে থুতু ফেল্‌তে আপনার গায় পড়ে, পরের মোন্দ কর্‌তে গেলে আপনার মোন্দ আগু হয়। মশাই একবার নষ্টামি দেখুন্‌ দেখি? এই যে এদেশে কত হাজার২ সাহেব কতপ্রকার ব্যবসা বাণিজ্য ক্‌রছে অক্লেশে প্রেজা লোক ও জিনিস্‌ পত্তর দিচ্চে টাকা নিচ্চে, কারুর চোঁশব্দটী নাই। মশাই ভালর ভাল সর্ব্বঠাই দেখুন কত সাহেবেরা ঝাড়া হাত পায় কোল্‌কেতায় এসে আপনার গুণে বাবু লোকের সঙ্গে ভাবসাব করে কেমন হাউস্‌ করেচে, কারখানা করচ্চে কত লোক প্রতিপালন করচ্চে, গাড়ি চড়্‌চে ঘোড়ায় উঠছে অতি অল্পদিন মধ্যে গাদা গাদা টাকা জমায়ে বেলাত যাচ্ছে। এদের দেখুন চিরকালই এক দশা। প্রজা মেরে, বাড়ি লুটে, লাটী ধরে নানা উঞ্ছোবিত্তি করে যা দশ টাকা জমায় তেমনি পাপের ধোন প্রাশ্‌চিত্তে যায়। বারমাস নানা মামলা মকদ্দমায় এক পয়সাও থাকে না।

(অবিনাশ বাবুর প্রেবশ)

অবিনাশ। শ্যামচাদ বাবু কথা কইতে২ রাত্‌টে ও অনেক হলো, সুমুক অন্ধকার চলুন এখন যাই। পরে যখন আপনার এখানে থাকা হলো তখন এদের সঙ্গে রোজ রোজই দেখা হবে। আর আমিও ব্ল্যাকব্র্যাকট প্রচার বিষয়ক অনেক সংবাদ এক দিন ওদের কাছে বলে ছিলাম, তা শুনে ওরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হওয়াতে ওদের বর্ত্তমান অবস্থা এবং ব্ল্যাকব্র্যাকট বিষয়ে ছু

তিনটে গান ও বেঁধে দিছি। মহাশয় ওরা পাচঁ জন একত্র হয়ে সেই গীত এমন করুণ স্বরে গায়, যে শুনিলে পাষাণ হৃদয় ব্যক্তিদিগেরও অশ্রুপাত হইতে থাকে।

শ্যামচাদ বাবু। হাঁ মহাশয় রাত্রিও অধিক হয়েছে বটে তবে চলুন্ কিন্তু একবার আপনার রচিত গান কটা শুন্‌বো না?

অবিনাশ। মহাশয় আপনার সম্মুখে ওরা লজ্জায় গাইতে পার্‌বে না। আমি ইশারা করে দিচ্চি পথে যেতে২ বেশ গাইবে, আমরাও ওদের পশ্চাৎ২ যেতে২ শুন্তে পাব এখন।

শ্যামচাঁদ বাবু। ইহাই সুপরামর্শ বটে। অতএব এখন উহা-দিগকে বলে চল যাই।

(গোলোকে আহ্বান করত)

গোলোক। কথায়২ রাত্‌টে অধিক হয়ে গেল! বাসাও এখান থেকে অধিক দূর, তবে তোমরা আজ এসো। তোমাদের এদুঃখ কখনই থাক্‌বে না। এখন আমাদিগের সৌভাগ্য ক্রমে লর্ড ক্যানিং সাহেব সুস্থ শরীরে এদেশে কিছু দিন থাক্‌লে হয়। আর দিনকতক চুপ করে থাক, লড়াই চুকে গেলেই তোমাদের এযন্ত্রণা ও চুক্‌বে, তার আর সন্দেহ নাই।

গোলোক। যে আজ্ঞা বাবু যেন সময়ে২ শ্রীচরণ দেখ্‌তে পাই।

শ্যামচাঁদ বাবু। ওগো যখন তোমাদের দেশে থাক্‌তে হলো তখন দেখা শুনা হবে বইকি তবে আজ এসো।

(গোলোক ও অন্যান্য কৃষকগণ কিয়দ্দূর গমন করত ইঙ্গিত মতে ললিত প্রভৃতি রাগিনীতে গানারম্ভ করিল)

রাগিনী ললিত তাল আড়া।

সদা নীলকর নিকরে করে জ্বালাতন।
ধন প্রাণ জাতি মান হইল ক্রমে নিধন॥
শয়নে কিবা স্বপনে, সদনে অথবা বনে,
থাকিতে সুস্থির মনে, নাহি পারি একক্ষণ।
নিশিতে মুদিলে আঁখি, ভ্রমে শ্বেত রূপ দেখি,
সভয়ে জীবন পাখী, করে পলায়ন।
বিষম যন্ত্রণানলে, মনপ্রাণ সদা জ্বলে,
কাল অনুকূল হলে, জুড়ায় জীবন॥ ১॥

রাগিনী বিভাষ তাল আড়া।

কি সুসংবাদ আজি করিলাম শ্রবণ।
অকারণ প্রজাগণ হবে না আর নিধন ॥
শ্বেত নীলকর, সর্ব্ব, হবে নাকি হত গর্ব্ব,
সুখী হবে প্রজাবর্গ, সর্ব্বত্রে এখন।
রাজকূল কৃপাকরি, "ব্ল্যাকত্র্যাকট রূপবারি,
প্রজা দুঃখানলোপরি, করিবে নাকি বর্ষণ,
সুদিন উদয় হবে, এবিষম ক্লেশ যাবে,
সকলে সুস্থির রবে, লয়ে দারা পুত্রগণ। ২ ॥

রাগিনী জঙ্গলা তাল মধ্যমান।

রে দুর্জ্জয় সমর হুতাশন।
কেন আইলি ভারত ভুমে বলরে এখন ॥
কি ছিলরে অপরাধ, সাধিতে বিষম বাদ,
ঘটাইলি এপ্রমাদ, রোষভরে অকারণ।
করাল বদন মেলি, ধন প্রাণ সব খেলি,
"ব্যাকএ্যাক্‌টে," বাধা দিলি, বধিতে প্রজাজীবন ॥
তথাচ তব রসনা, পরিতৃপ্ত হইল না,
আরোকি আছে বাসনা, জানিনে কেমন ॥
নত শিরে পায়ে ধরি, প্রজা প্রতি কৃপাকরি,
যুদ্ধানল ত্বরা করি, কররে প্রস্থান।
সহিতে পারিনে দুঃখ, বিদীর্ণ হতেছে বুক,
তুই গেলে হবে সুখ, করেছি শ্রবন। ৩ ॥

শ্যামচাঁদ বাবু। (সবিস্ময়ে অবিনাশ বাবুর প্রতি) প্রিয়তম! ধন্য২ এমন মনোহর সংগীত তো আমি কখন শ্রবণ করি নাই। এই সংগীত চ্ছলে কৃষকগনের দুরাবস্থার প্রকৃত বর্ণনা শ্রবন করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।

হে দেশস্থ ভ্রাতৃবর্গ! বঙ্গীয় দীনহীন প্রজাপুঞ্জের এতাদৃশ যন্ত্রণা সন্দর্শন করিয়া তোমাদিগের পাষাণ সমসুকঠিন হৃদয়ে কি করুণা রসের আবির্ভাব হয় না? তাহাদিগের যন্ত্রনাপরি শুস্ক কণ্ঠনিঃসৃত সকরুণ আত্মনাদ শ্রবন বিষয়ে তোমাদিগের কর্ণ কি এককালে বধির হইয়া রহিয়াছে? আর কতকাল আলস্য

শয্যায় শয়ন করত পরম স্নেহাস্পদ বঙ্গীয় অনাথ প্রজাগণের অনির্ব্বচনীয় যন্ত্রণালন প্রদীপ্ত করিবে? আর কত দিন ঐশ্বর্য্য মদে প্রমত্ত হইয়া জন্মভূমির অসম্ভাবিত অনিষ্ট সাধন করিবে, আর কত কাল এক জননী গর্ভজাত ভ্রাতৃবর্গের অনুপম ক্লেশাবলোকন করিয়া অবিচলিত চিত্তে কালাতিপাত করত মনুষ্যত্বে জলাঞ্জলি দিবে? তোমাদিগের আবাস নিকেতনের চতুস্পার্শ্বেই যে কত সহস্র২ ব্যক্তি প্রকৃত বিজ্ঞান জ্যোতিঃ বিরহে দিন২ বিপিন বিহারি পশুভাব প্রাপ্ত হইতেছে, কতশত ঋজু স্বভাব কৃষকগণ অর্থপিশাচ ব্যক্তিগণের যৎপরোনাস্তি অত্যাচারদ্বারা কালক্রমে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া অন্নাভাবে কৃতান্ত সদনে গমন করিতেছে? কত অসংখ্য২ দীন দরিদ্র ব্যক্তি দিবা রাত্র সপরিবারে সমভাবে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করত শ্রমার্জ্জিত রত্নরাশি কতিপয় মনুষ্যের প্রজ্বলিত লোভানলে আহুতি সংপ্রদান করিয়া আজন্মের মত দুঃখ দাবানলে বিদগ্ধ হইতেছে। অহর্নিশি এতাবৎ প্রত্যক্ষ সিদ্ধ ব্যাপার সন্দর্শন করিয়ও যদি হে বঙ্গীয় ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিগণ! তোমাদিগের চির নিদ্রিত বৃত্তিনিচয় উত্তেজিত না হয়, তবে আর—কোন কালেই এদেশের শ্রীবৃদ্ধি হইবেক না এদেশের অবনত মস্তক আর কখনই উন্নত হইবেক না—এদেশের প্রজাপুঞ্জের চিরদুঃখ পরিহারার্থে তোমরা যদি দৃঢ়প্রতিজ্ঞা না কর, তবে আর কাহার দ্বারা এই মহৎ ব্যাপার নিস্পাদিত হইবে, কেবা আর প্রাণপণে আমাদিগের চিরদুঃখিনী জননীর নেত্র বিগলিত অনিবারিত অশ্রুজল মোচন করিবে?

জন্মভূমির এতাদৃশ অনির্ব্বচনীয় যন্ত্রণা, ভ্রাতৃবর্গের এবম্প্রকার অসহ্য অসম্ভাবিত ক্লেশ সত্ত্বে শোভনতম অট্টালিকায় অধিবাস, সুচিক্কন যান বাহনে পরিভ্রমণ, সুরম্য উদ্যান বিহারে পদক্ষেপণ, সর্ব্বক্ষণ বহুমূল্য বিবিধ ইন্দ্রিয় সুখদ দ্রব্য পরিসেবন করত নিশ্চিন্ত্য চিত্তে কালযাপন করিতে কি মনে লজ্জার উদয় হয় না? যদবধি না তোমরা জন্মভূমির দুঃখ নিবারণ এবং দেশীয় ভ্রাতৃবৃন্দের সুখোন্নতি সাধন বিষয়ে যত্নবান হও, তদবধি তোমাদিগের শ্রমার্জ্জিত বিষয় বিভবের ঘোরতর আড়ম্বর নিবাস নিকেতনের অসদৃশ সৌন্দর্য্য, মৃত্তিকা প্রোথিত শুক্তিকা খণ্ডের সুচারু প্রভা অথবা নির্গন্ধ পুষ্পের মনোহর কান্তি সদৃশ নিতান্তই অসার ও অকিঞ্চৎকর পদার্থ মধ্যে পরিগণ্য হইবেক

প্রত্যক্ষপিতৃ সম কৃপাপূর্ণ রাজপুরুষগণ তো তোমাদিগের সর্ব্ব প্রকার বৈষয়িক সুঃখ সাধন হেতু কি অপরিমেয় অর্থব্যয়, কি অসামান্য শারীরিক পরিশ্রম, কি সাধ্যাতিরিক্ত মন চালনা কোন বিষয়েই কৃপণতা করেন নাই, সকলই অম্লান বদনে স্বীকার করিতেছেন। তোমরা যদি ঐকান্তিক চিত্তে তাঁহাদিগের সন্নিধানে জননী স্বরূপা জন্মভূমির এতাদৃশ দুর্দ্দশা এবং জ্ঞানান্ধ সহোদরগণের এবম্ভূত যন্ত্রণা বিহিত বিধানে ব্যক্ত কর, যাহা হইলে তাঁহারা অবশ্যই বির প্রণয়িণী পতিপ্রাণা পরিনীতা প্রয়সীর অকৃত্রিম প্রণয়ানু রোধে এবং চিরশান্ত বঙ্গীয় পুত্রগণের অনুপম অবিচলিত ভক্তি ও শ্রদ্ধাগুণে নিশ্চয়ই প্রসন্ন হইয়া প্রদর্শিত দুঃখ নিবারণ এবং সুখোন্নতি সম্পাদনে অপেক্ষাকৃত যত্নবান হইবেন তাহার আর সন্দেহ নাই !!!

Hindoo Patriot Press by Wooma Churn Dey.

12 AU 65